রক্তঝরা পা নিয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম, মেসির প্রশংসায় কোচ

কোপা আমেরিকা ফাইনালে লিওনেল মেসি নিজের মতো করে আলো ছড়াতে পারেননি। তবে তার হাত ধরে ফাইনালে পৌঁছেছে আর্জেন্টিনা।

দলকে কাঙ্ক্ষিত শিরোপা এনে দিতে গোটা আসরে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন মেসি। ভেঙেছেন বেশ কয়েকটি রেকর্ড। গোটা ম্যাচে অনেকগুলো ফ্রি-কিকের মধ্যে সফল হয়েছেন মেসি একাই। ফ্রি-কিক থেকে দুটো গোল করেছেন।

ফাইনালসহ মোট সাতটি ম্যাচ খেলেছেন মেসি। এর মধ্যে পাঁচটিতেই ম্যাচ সেরা। গোলও করেছেন সর্বোচ্চ চারটি। অ্যাসিস্ট করেছেন পাঁচটি। তার কাছাকাছি থাকা লওতারো মার্টিনেজ ফাইনালে কোনো গোল পাননি।

তাই সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন বুট এবং টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার গোল্ডেন বল মেসির হাতেই উঠল।

সব মিলিয়ে এবারের কোপা আমেরিকা যেন বসেছিল মেসির জন্যই। তাই দলীয় শিরোপায় চুমু খাওয়ার পাশাপাশি টুর্নামেন্ট সেরার ট্রফিটাও বগলদাবা করলেন মেসি।

রোববার সকালে ঐতিহাসিক মারাকানা স্টেডিয়ামে স্বাগতিক ব্রাজিলকে ১-০ গোলে হারিয়ে দীর্ঘ ২৮ বছর পর কোপা আমেরিকার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্জেন্টিনা।

তবে প্রথমার্ধে যতটা উজ্জীবিত ও ক্ষিপ্র দেখা গেছে মেসিকে, দ্বিতীয়ার্ধে সে তুলনায় খানিক নিষ্প্রভ হয়ে পড়েন তিনি। এমনকি ম্যাচের ৮৮ মিনিটে গোলের সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি তিনি। এর কারণ মূলত পায়ের হ্যামস্ট্রিং ইনজুরি। কোপার শেষ দুটি ম্যাচ ইনজুরি নিয়েই খেলেছেন মেসি।

কলম্বিয়ার বিপক্ষে সেমিফাইনাল ম্যাচের ৪৭ মিনিটের সময় কড়া ট্যাকল করা হয়েছিল মেসির গোড়ালিতে। রক্ত ঝরতে থাকে সেই গোড়ালি থেকে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর রক্তঝরা পা নিয়েই ম্যাচের বাকি অংশ ও পরে

টাইব্রেকার খেলেছেন মেসি। সেই ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠে যায় আর্জেন্টিনা।

শিরোপা জয়ের পর সংবাদমাধ্যমে মেসির প্রশংসা করেছেন আর্জেন্টিনা দলের কোচ লিওনেল স্কালোনি। তিনি বলেছেন, ‘কলম্বিয়া ও ব্রাজিলের বিপক্ষে হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যা নিয়েই পুরো ম্যাচ খেলেছে মেসি।’

কোপায় নিজেদের পুরো যাত্রা নিয়েও কথা বলেছেন স্কালোনি। তার মূল্যায়ন, ‘এটা খুবই কঠিন কোপা আমেরিকা ছিল। শেষ পর্যন্ত স্বস্তির বিষয় হলো এটি আমরা জিতেছি।’

মেসির হাতে প্রথম শিরোপা

২৮ বছরের খরা ঘুচল। সেই মাহেন্দ্র ক্ষণ ধরা দিল। বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে মেতে উঠলেন আর্জেন্টাইনরা। বড় কোনো আসর জিতে শিরোপা বগলদাবা করলেন অধিনায়ক লিওনেল মেসি।

এই জয় মেসিদের কাছে বিশেষ কিছু। হবে না কেন? চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলকে যে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে তারা। গত কয়েক বছরে যাদের বিপক্ষে খেলে জয়ের স্বাদ পূরণ হয়নি, শনিবার রাতে সেই স্বপ্নের জয়ই ধরা দিল।

মেসির কাছে দেশের হয়ে প্রথম মেজর ট্রফি জয়ের আনন্দটাই যে সম্পূর্ণ আলাদা। আর সেটা যদি আসে বেশ কয়েকবার স্বপ্নভঙ্গের পর তাহলে তো কথাই নেই।

লিওনেল মেসির কোপা আমেরিকা শিরোপা জয়ের স্বপ্নের শুরু ২০০৭ সালে। সেবার দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে মর্যাদাকর এ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ ছিল ব্রাজিল। কিন্তু তরুণ মেসির ট্রফি জয়ের স্বপ্ন গুড়িয়ে দিয়েছিল সেলেসাও শিবির।

পরে ২০১৫ ও ২০১৬ টানা দুবার হতাশ হতে হয় আর্জেন্টাইন এ ফুটবল জাদুকরকে। মেসির দল দু’বারই ফাইনালে এসে শিরোপা হাতছাড়া করে চিলির কাছে।

মেসির জীবনে সবচেয়ে বড় কষ্ট সম্ভবত ২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপ। ওই বিশ্বকাপে আন্তর্জাতিক ট্রফি হাতছানি দিয়েছিল আর্জেন্টাইনদের। কিন্তু মারাকানার ফাইনালে আকাশী নীল শিবিরের হৃদয় ভেঙ্গে দেয় জার্মানি।

ব্রাজিলের সেই মারাকানা স্টেডিয়ামেই আজ মেসির হাতে ধরা দিল প্রথম বড় কোনো শিরোপা।

কে জানত সেই রিও ডি জেনেরিওতেই লেখা হবে মেসির শিরোপা উৎসবের গল্প। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলকে ১-০ গোলে হারিয়ে প্রিয় জন্মভূমি আর্জেন্টিনাকে উপহার দিলেন প্রথম আন্তর্জাতিক শিরোপা।

এই ম্যাচ জিতে মেসি উঠে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। গোল্ডেন বল ও গোল্ডেন বুট দুটোই বগলদাবা করেছেন।

বন্ধু মেসির ’আরাধ্য জয়ে’ নেইমারের অভিনন্দন

যেই শিরোপা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় খেলাটাই ছেড়ে দিয়েছিলেন লিওনেল মেসি শনিবার সেই আরাধ্য জয়ের দেখা পেলেন মারাকানার মাঠে। ২৮ বছর পর লাতিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে জয়ী হল আর্জেন্টিনা।

সবশেষ ছয়টি আসরে ফাইনালে খেলে শিরোপা স্পর্শ করতে পারেনি আর্জেন্টিনা। খোদ লিওনেল মেসি ব্যর্থ হয়েছেন চারটি বৈশ্বিক টুর্নামেন্টের ফাইনালে।

তাই আজকের জয়টি মেসিদের জন্য অন্ধের ষষ্ঠির মতো। তাও আবার জয়টা এলো চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে। তাই তো শিরোপা জিতে রিও ডি জেনেইরোর মাঠে বাঁধভাঙা উল্লাসে ফেলে পড়েন মেসি-ডি মারিয়ারা।

কথায় আছে একজনের েপৌষ মাস আর অন্যজনের সর্বনাশ। ২৮ বছর পর কোপা জিতে মেসিরা যখন উল্লাসে মত্ত তখন নেইমারদের বুকফাটা কান্না। ঘরের মাসে শত্রুপক্ষকে পেয়েও কঠিন শোধ না নেওয়ার যন্ত্রণায় নেইমারদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ।

ব্রাজিলের বাসিন্দা হয়ে আর্জেন্টিনাকে সমর্থন! রেগে যা বললেন নেইমার

বিশ্বকাপ বা কোপা আমেরিকা দুবেলাতেই আর্জেন্টিনা দল ও লিওনেল মেসির জন্য ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে একটা ‘সফট কর্নার’ আছে।

অনেকেই আর্জেন্টিনা সমর্থক না হয়েও মনে মনে অনুভব করেন যে, অন্তত মেসির হাতে একটি শিরোপা উঠুক।

এর পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ২০১৪ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি আর্জেন্টিনা। পরের দুই বছর কোপা আমেরিকার ফাইনাল থেকে ফিরতে হয়েছে খালি হাতে।

বার্সেলোনার হয়ে কাড়ি কাড়ি শিরোপা ঘরে তুললেও নিজের দেশের হয়ে একটি শিরোপাও ছোঁয়া হয়নি মেসির। অথচ অধ্যবসায় কম করেননি তিনি। যোগ্যতাও রয়েছে অসীম। তবু বিষয়টিকে দুর্ভাগ্য ভেবে অনেকেই বলেন, মেসি একা কী করবে?

কিন্তু তাই বলে ফাইনালে যেখানে প্রতিপক্ষ ব্রাজিল, সেখানে মেসি ও আর্জেন্টিনার সমর্থন করছে বেশ কিছু ব্রাজিলিয়ান!

বিষয়টিতে চটেছেন ব্রাজিল দলের সেরা তারকা নেইমার।

ইনস্টাগ্রামে স্টোরি অপশনে নেইমার এসব মানুষের জন্য কড়া বার্তা দিয়েছেন। লিখেছেন— ‘আমি কখনও ব্রাজিলের বিপক্ষে কোনো দিন সমর্থন দিইনি, যেখানে ব্রাজিল কোনো কিছুর জন্য লড়ছে। সেটি যে কোনো খেলা হোক, মডেলিং প্রতিযোগিতা, অস্কার কিংবা যা খুশি। সেখানে যদি ব্রাজিল থাকে, তা হলে আমি অবশ্যই ব্রাজিল দলের সমর্থক। কারণ আমি একজন গর্বিত ব্রাজিলিয়ান, এটিই আমার পরিচয়। এটি বলতে ভালোবাসি। আমার স্বপ্ন একটিই— ব্রাজিলের জাতীয় দলে খেলা

এবং সমর্থকদের গান গাইতে শোনা। কিন্তু সেসব ব্রাজিলিয়ান, যারা এর বিপরীত করছেন! আচ্ছা ঠিক আছে, করুন। এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে আমি আপনাদের সম্মান করি না।’

তথ্যসূত্র: নিউজ ইন ২৪, বুলেটিন অবজারভার

নবম উইকেট জুটিতে মাহমুদউল্লাহ-তাসকিনের ইতিহাস

প্রথম ইনিংসে রান যতটা সম্ভব বাড়িয়ে নেওয়া যায় সেই আশায় দলের অভিজ্ঞ মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান মাহমুদউল্লাহর দিকে তাকিয়ে ছিল বাংলাদেশ।

হারারের এই উইকেটে ৩২০ রানও অতোটা বড় সংগ্রহ নয় বলে মানেন টাইগারদের নতুন ব্যাটিং কোচ অ্যাশওয়েল প্রিন্স।

বুধবার ম্যাচের প্রথম দিনের খেলা শেষে প্রিন্স বলেছিলেন, ‘১০ ও ১১ নম্বর ব্যাটসম্যান ক্রিজে থাকা বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যানকে যতটা সঙ্গ দেবে বাংলাদেশের জন্য ততটাই ভালো হবে। দুই দল ব্যাটিং করার আগে কোনো পিচে কত রান ভালো, সেটা কেউ জানে না। তাই ২৯০ থেকে ৩২০ রানকে আমরা ভালো সংগ্রহ হিসেবে ধরে নিতে পারি না। বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে, যত বেশি সম্ভব রান করা।’

আর প্রিন্সের সেই কথা যেন হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছেন দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ও তাসকিন আহমেদ।

৮ উইকেট হারিয়ে ২৯৪ রানে প্রথম দিন শেষ করেছিল টাইগাররা। মাহমুদউল্লাহ ৫৩ ও তাসকিন ১১ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন শুরু করেন।

সেখান থেকে ১০৭ ওভার শেষে এ জুটির সংগ্রহে স্কোরবোর্ডে এখন রান ৪০৪! অর্থাৎ মাহমুদউল্লাহ-তাসকিন জুটি এ পর্যন্ত সংগ্রহ করেছে ১১০ রান। গতকালের ২৪ রানসহ এ জুটির সংগ্রহ ১৩৪ রান। যা নবম উইকেটে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংগ্রহ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

রোনালদোর যে রেকর্ড এখন মেসির দখলে

কোপা আমেরিকার চলতি আসরে উড়ছেন মেসি, সঙ্গে তার দলও উড়ছে। অনেকে তো এখনই শিরোপা মেসির হাতে শোভা পাচ্ছে বলে স্বপ্নও দেখে ফেলেছেন।

এদিকে একের পর এক গোল আর এসিস্টে দুর্দান্ত এক রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন মেসি। ছাড়িয়ে গেছেন ব্রাজিলের ২০০২ বিশ্বকাপজয়ী তারকা রোনালদো নাজারিওকে।

কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালে ইকুয়েডরের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জেতে আর্জেন্টিনা। তিনটি গোলেই মেসির নাম জুড়ে রয়েছে। ফ্রি কিক থেকে চোখধাঁধানো একটি গোল করেছেন মেসি, দলের বাকি দুই গোলও তিনিই করিয়েছেন রদ্রিগো দি পল ও লাওতারো মার্তিনেজকে দিয়ে।

আর এই ম্যাচের পরই রোনালদোকে ছাড়িয়ে যান মেসি। তা হলো— বৈশ্বিক বড় টুর্নামেন্টে নকআউট পর্বে সবচেয়ে বেশি গোলে অবদানের রেকর্ড এখন মেসির দখলে। নকআউট পর্বে ১৭ গোল করে এত বছর ধরে রেকর্ডটির মালিক ছিলেন রোনালদো। আর ইকুয়েডরের বিপক্ষে ৩-০ স্কোরলাইনে জয়ের পর নকআউট পর্বে ২০ গোলে অবদান রাখলেন মেসি। অর্থাৎ মেসি এখন সবার ওপরে আছেন।

অবশ্য এই ২০ গোলের মধ্যে মেসি গোল করেছেন ৫টি, করিয়েছেন ১৫টি। আর ১৭ গোলে অবদানের মধ্যে রোনালদো গোল করেছেন ১৩টি, করিয়েছেন ৪টি।

এ রেকর্ডের তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ফরাসি ফরোয়ার্ড আতোয়াঁ গ্রিজম্যান। ১৩ গোলে অবদান রয়েছে তার। ৮টি নিজে করেছেন, ৫টি করেছেন অ্যাসিস্ট।

১১ গোলে অবদান রেখে চতুর্থতে আছেন জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোসা। যেখানে ৮ গোল করেছেন তিনি, তিনটি করেছেন অ্যাসিস্ট। পাঁচ নম্বরে রয়েছেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি পেলে। ৯ গোলে অবদান রাখেন তিনি। ৭ গোল করেন এবং দুটিতে করেছেন অ্যাসিস্ট।

তথ্যসূত্র: গোল ডট কম

[redacted]

[redacted]

ঝিনাইদহে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ আহত ৭, থানায় মামলা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী গ্রামে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এতে উভয় পক্ষের কমপক্ষে ৭ জন আহত হয়েছে। এ বিষয়ে সদর থানায় পৃথক দুটি মামলা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানাগেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানাযায়, গত ১জুলাই হলিধানী পূর্বপাড়ার একদল যুবক দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে ফুটবল খেলার আয়োজন করে। খেলা শেষে পরাজিত দল বিজয়ী দলকে মিষ্টি খাওয়ানো বাবদ কিছু টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও তা নাদিলে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।
সংঘর্ষে হলিধানী গ্রামের রহিম বাদশার ছেলে রকিব, আব্দুস সাত্তার সিডনের ছেলে সোহাগ, আল আমিন, মোসলেমের ছেলে দেলয়ার ও নাসির উদ্দীন, ইলিয়াস, সাগর, জোয়াদ আলী ও হৃদয়সহ আরও বেশ কয়েক জন মিলে বীর মুক্তিযোদ্ধা নুর ইসলামের ছেলে সোহেল, বাহার আলীর ছেলে সজল, মৃত আব্দুল মজিদের ছেলে শাহা আলম, সাইদুল ইসলামের স্ত্রী জরিনা খাতুন ও শফি উদ্দীনের ছেলে সুমন মিয়াকে পিটিয়ে জখম করে। তাছাড়া অপর পক্ষের আল আমিন আহত হয়। সবাইকে ঝিনাইদহ সদর হাসপতালে ভর্তি করা হয় এবং ওই দিন রাতেই ঝিনাইদহ সদর থানায় পৃথক দুটি মামলা হয়েছে।
এই বিষয়ে আহত সোহেল বলেন খেলা নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হলেও তা শান্ত হয়ে যাওয়ার পরে সন্ধ্যার দিকে তাদের বাড়ির পাশে গেলে রাকিব ও সোহাগ দলবল নিয়ে আমার উপর হামলা চালায়। আরও আমাকে বাঁচাতে এলে আহত অন্যদের কেউ সন্ত্রাসীরা মারধর করে আহত করে। আহত জরিনা খাতুন বলেন সোহেলের উপর হামলা করলে তার চিৎকারে আমরা দড়িয়ে গেলে আমাদের পিটিয়ে ও দা দিয়ে কুপিয়ে আহত করে। আমরা এই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিচার চাই।
এছাড়া আহত সকলেই এই হামলাকারী মাদক ব্যবসায়ী রাকিব, সোহাগ, আল আমিন ও হৃদয়দের সাথে জড়িত সকলের উপযুক্ত বিচার চাই।
অপর পক্ষের আহত আল আমিন বলেন খেলা শেষে মিষ্টি খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি ছিল আমরা সন্ধ্যায় দেব বলে জানালেও তারা তা মেনে না নিয়ে আমাদের বল আটকে দেয় তখন উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত